মিরপুরের রাড্ডা ক্লিনিকে হামলা-লুটপাটের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৪



সংগৃহীত ছবি

রাজধানীর মিরপুর-১ এলাকায় স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া রাড্ডা ক্লিনিক সেন্টারে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শনিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) শাহ আলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহাঙ্গীর আলম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনায় জড়িত অন্যদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। পুলিশ এ ঘটনায় বিব্রত বলেও মন্তব্য করেন তিনি। সংসদ সদস্যের ইন্ধনে পুলিশ নীরব ছিল কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে ওসি জানান, তদন্ত শেষে বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।

এর আগে মহাখালীর কড়াইল বস্তির টিএনটি খেলার মাঠে ‘দেশব্যাপী বিশেষ হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন-২০২৬’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাড্ডা সেন্টারের ঘটনা নিয়ে কথা বলেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক শফিকুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, হামলায় জড়িত ব্যক্তিরা যে-ই হোক, দ্রুত তাদের গ্রেপ্তার করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

একই অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, রাড্ডা সেন্টারের মালিকানা নিয়ে বিরোধ থাকলে সেটি আদালতের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। তার ভাষ্য, এটি এনজিও পরিচালিত মাতৃসেবাকেন্দ্র ছিল এবং সেখানে টিকাদান ও ইপিআই কার্যক্রম চলত। জমি নিয়ে বিরোধ থাকলেও রাতের আঁধারে এভাবে স্থাপনা ভাঙচুর করা অনাকাঙ্ক্ষিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এর আগে হামলার ঘটনায় ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ শাহ আলী থানায় মামলা করে। মামলায় হানিফ মিয়ার নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত আরও প্রায় ২৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, মুখোশধারী দুই শতাধিক ব্যক্তি নিরাপত্তাকর্মীদের জিম্মি করে কেন্দ্রে ঢুকে চিকিৎসা সরঞ্জাম, ওষুধ, সরকারি টিকা, নগদ টাকা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী নিয়ে যায়। পরে ভারী যন্ত্রপাতি দিয়ে একটি পাকা ও তিনটি সেমিপাকা ভবন ভেঙে ফেলা হয়। এতে প্রায় দেড় কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছে কর্তৃপক্ষ।

হামলার পর ক্লিনিকের জায়গায় ‘সমমনা দোকানদার সমবায় সমিতি লিমিটেড’-এর সাইনবোর্ড টাঙানো নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।